যুগান্তর

তারিখ 25 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার আগে কলেজগুলোর পাস ও অনার্স প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট দিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তখন কলেজগুলো থেকে পাস বা অনার্স প্রোগ্রামে বিএ/বিএসসি ডিগ্রিধারীরা মাস্টার্স করার সুযোগ পেতেন উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। ফলে প্রথিতযশা শিক্ষক, মেধাবী সহপাঠী, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, উন্নত ল্যাব, ইত্যাদি সুযোগের কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের মেধা বিকাশের এক দারুণ সুযোগ পেতেন। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কলেজের পাস/অনার্স পাস গ্রাজুয়েটদের দ্বার বন্ধ। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজ ক্যাম্পাসে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর কোন উদ্যোগ নেয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এখন অনেকটা বোর্ড অফিসের মতো। সার্টিফিকেট/মার্কশিট প্রদান, পরীক্ষা পরিচালনা, খাতা কাটার জন্য বণ্টন- এসবই এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে না। তাই অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ল্যাব, প্রতিষ্ঠা, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক/কর্মচারী আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করার দাবি জানাচ্ছি। আর একটি কথা, দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স ফ্যাকাল্টিকে বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তর করেছে এবং বিকম/এমকম প্রোগ্রামের নাম পরিবর্তন করে বিবিএ/এমবিএ করেছে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বসে কেন? যদিও প্রোগ্রামগুলোর সিলেবাস আগের মতোই আছে। (কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে)। তবু যখন কোন চাকরিতে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি চাওয়া হবে তখন তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে না। এ বিষয়টি ভাবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া